

নামজারী করার ক্ষেত্রে যে সকল ডকুমেন্ট প্রয়োজনীয়-

- ১) জাতীয় পরিচয়পত্র।
- ২) পাসপোর্ট সাইজের ০১ কপি রঙিন ছবি (সদ্য তোলা)।
- ৩) এস. এ খতিয়ান এর সার্টিফাইড কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ৪) বি.আর.এস খতিয়ান এর সার্টিফাইড কপি।
- ৫) নামজারী খতিয়ানের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ৬) ওয়ারিশ সনদপত্রের মূলকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ৭) দলিলের মূলকপি।
- ৮) বায়া/ পিট দলিলের মূলকপি।
- ৯) তফসিলে বর্ণিত চৌহদ্দি কলমী বক্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ১০) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতের রায়/ আদেশ/ ডিক্রীর মূলকপি।
- ১১) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলা (অবশ্যই দাখিল করতে হবে)।
- ১২) আবেদনে অবশ্যই নিজের মোবাইল নম্বর দিতে হবে।

নামজারী আবেদন যেসকল কারণে বাতিল হতে পারে-

- ১) মালিকানার ধারাবাহিকতা না থাকলে (বি আর এস/ খারিজ থেকে আবেদনকারী পর্যন্ত)।
- ২) খাস, ভিপি সম্পত্তি, হাটবাজার, পাহাড়, টিলা, জংল, বিল, নদী, রাস্তা, হাওড় ইত্যাদি শ্রেণির জমি হলে।
- ৩) বি আর এস জরিপে ব্যক্তি মালিকানার কিন্তু এসএ(আরওআর) এ খাস খতিয়ানভুক্ত হলে।
- ৪) আবেদনের সাথে অনলাইন দাখিলকৃত কাগজপত্র/ দলিল মূলকপি থেকে স্ক্যান না করে ফটোকপি থেকে স্ক্যান করলে বা সাদাকালো স্ক্যান করলে।
- ৫) কোন ডকুমেন্টস এর মূলকপিসহ শুনানীতে ডাকলে উপস্থিত না হলে বা মূলকপি প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে।
- ৬) কোন ডকুমেন্টস চাওয়া হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতে না পারলে।
- ৭) খারিজ পাশ হওয়ার একমাসের মধ্যে ডিসিআর না কাটলে (১১০০ টাকা পরিশোধ করতে হয়)।
- ৮) আদালতে চলমান মামলায় কোন নিষেধাজ্ঞা থাকলে।
- ৯) ওয়ারিশদের মধ্যে/ একাধিক মালিক/ সহঅংশীদারদের মধ্যে রেজিস্টার্ড বন্টননামা না থাকলে।
- ১০) দলিল রেজিস্টার্ড না হলে।
- ১১) দলিল বি আর এস রেকর্ডের আগে সম্পাদিত হলে।
- ১২) একই দলিলে কিছু দাগ হাল কিছু দাগ সাবেক থাকলে।
- ১৩) আগে সম্পাদিত দলিলে হাল দেয়া আছে, পরে সম্পাদিত দলিলে হাল দাগ না থাকলে।
- ১৪) দলিল, খতিয়ান ও ওয়ারিশ সনদে নাম, পিতার নাম, মাতার নামের ব্যাপক ভিন্নতা থাকলে।
- ১৫) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি আমমোক্তারনামা ছাড়া জমি হস্তান্তর করলে।
- ১৬। আমমোক্তারনামা পিতা ব্যতীত অন্য কেউ সম্পাদন করলে যাকে আদালত কর্তৃক অভিভাবক ঘোষণা করা হয়নি।
- ১৭। আবেদনে দাগ, খতিয়ান, মৌজার নাম ইত্যাদি ভুল করলে।
- ১৮। ওয়ারিশ সনদে কোন ওয়ারিশানের নাম বাদ দিলে।
- ১৯। জমির দখল সংক্রান্ত জটিলতা থাকলে (এক্ষেত্রে বিচার- সালিশ কিংবা মামলার মাধ্যমে আগে দখল দখলস্বত্ব অর্জন করতে হবে)
- ২০। আবেদিত জমিতে অন্য কারও আপত্তি থাকলে শুনানীতে আপত্তিকারীর মালিকানা স্বত্ব অধিকতর যৌক্তিক প্রমাণিত হলে।

নামজারী করার ক্ষেত্রে যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে-

- ১) অনলাইনে ডকুমেন্ট যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে হবে এবং ডাউনলোড হয় কিনা যাচাই করে দেখতে হবে।
- ২) সকল কাগজপত্রের মূলকপি থেকে স্ক্যান করতে হবে।
- ৩) স্ক্যান করার সময় সাবধানে স্ক্যান করতে হবে যেন অস্পষ্ট না হয়।
- ৪) আবেদনকারীর সচল মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে, যেন যেকোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়।
- ৫) ধারাবাহিকভাবে সকল ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে। কোন ডকুমেন্ট আপলোড করার সময় বাদ পড়লে নামজারি আবেদন বাতিল হতে পারে।
- ৬) শুনানীতে ডাকলে সকল কাগজপত্রের মূলকপিসহ যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে।
- ৭) কোন মধ্যস্থত্বভোগীদের পাল্লায় পড়ে বাড়তি টাকা পয়সা দেওয়া থেকে সাবধান থাকবেন।
- ৮) কোন প্রতারক চক্রের কুপরামর্শে বা নিজে কোন কাগজপত্র জাল করবেন না। এতে করে আবেদনকারী নিজেই দায়ী থাকবেন।